BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)

(Open Access Peer-Reviewed International Journal)

DOI Link : https://doi.org/10.70798/Bijmrd/03040025

Available Online: www.bijmrd.com|BIJMRD Volume: 3| Issue: 04| April 2025| e-ISSN: 2584-1890

প্রাথমিক স্তরে "মূল্যনির্ভর ও জীবনদক্ষতা শিক্ষা"

দিগন্ত চ্যাটার্জ্জী

স্নাতক ও ডি.এল.এড.

সারসংক্ষেপ:

আধুনিক বিশ্বে শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র জ্ঞানার্জন নয়, বরং ব্যক্তির সামগ্রিক বিকাশ সাধন এবং তাকে আধুনিক সমাজের উপযোগী করে গড়ে তোলা। সামগ্রিক বিকাশ বলতে আমরা বুঝি শারীরিক, মানসিক, নৈতিক, প্রক্ষোভিক এবং আধ্যাত্মিক বিকাশ।শিশুর নৈতিক বিকাশ এবং তাকে আধুনিক সমাজের উপযোগী করে গড়ে তুলতে হলে আমাদের যা করনীয় তা হলো শিক্ষাক্ষেত্রে 'মূল্যনির্ভর ও জীবন দক্ষতা' শিক্ষাব্যাবস্থার প্রচলন। এটি শিক্ষার্থীদের নৈতিক মূল্যবোধ, সামাজিক দায়িত্ববোধ এবং বাস্তব জীবনের বাস্তব সমস্যা মোকাবিলার দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করে। প্রাথমিক শিক্ষা হলো মানবজীবনের প্রথম ও সর্বাধিক প্রভাবশালী ধাপ। এই স্তরে শিশুর মনে যদি নৈতিকতা, সহানুভূতি, দায়িত্ববোধ, সহযোগিতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের বীজ রোপণ করা যায়, তবে সেই বীজ থেকেই ভবিষ্যতের সুশিক্ষিত, সুমানব গড়ে ওঠে। পরিবার ও সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া প্রাথমিক স্তরে শিশুদের মূল্যনির্ভর ও জীবনদক্ষতা শিক্ষা পূর্ণভাবে কার্যকর করা সম্ভব নয়। এই সমন্বয়ের মাধ্যমে শিশুরা শুধু জ্ঞানই অর্জন করে না, বরং মানবিক, দায়িত্ববান ও সহানুভূতিশীল মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠে।

মূল শব্দ: *শিক্ষা, মূল্যনির্ভর শিক্ষা, জীবনদক্ষতা শিক্ষা, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, প্রাথমিক শিক্ষা, অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিক্ষা পদ্ধতি।*

ভূমিকা:

আধুনিক বিশ্বে শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র জ্ঞানার্জন নয়, বরং ব্যক্তির সামগ্রিক বিকাশ সাধন এবং তাকে আধুনিক সমাজের উপযোগী করে গড়ে তোলা। সামগ্রিক বিকাশ বলতে আমরা বুঝি শারীরিক, মানসিক, নৈতিক, প্রক্ষোভিক এবং আধ্যাত্মিক বিকাশ।শিশুর নৈতিক বিকাশ এবং তাকে আধুনিক সমাজের উপযোগী করে গড়ে তুলতে হলে আমাদের যা করনীয় তা হলো শিক্ষাক্ষেত্রে 'মূল্যনির্ভর ও জীবন দক্ষতা' শিক্ষাব্যাবস্থার প্রচলন। এটি শিক্ষার্থীদের নৈতিক মূল্যবোধ, সামাজিক দায়িত্ববোধ এবং বাস্তব জীবনের বাস্তব সমস্যা মোকাবিলার দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করে। বর্তমান শতাব্দী হলো দ্রুত পরিবর্তনশীল তথ্যপ্রযুক্তি ও প্রতিযোগিতার যুগ যা শিশুদের মধ্যে প্রতিযোগী ও রুক্ষ মনোভাব তৈরি করতে পারে। শিশুরা ছোটবেলা থেকেই যান্ত্রিক জীবনের নানা চাপে আবদ্ধ হচ্ছে যার ফলে সরল স্বাভাবিক নিত্য-মুক্ত শিশুমন গড়ে ওঠার মত পরিবেশ আজ বিলুপ্তির পথে। এই প্রেক্ষাপটে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য শুধু পরীক্ষায় ভালো ফল করা নয়, বরং শিশুদের এক নির্মল আনন্দময় শৈশব উপহার দেওয়া

এবং মানবিক মূল্যবোধ ও জীবনদক্ষতা অর্জন করে তাকে এক জন দায়িত্ববান, সৃজনশীল ও সহনশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা। তাই আজকের প্রাথমিক শিক্ষায় "মূল্যনির্ভর শিক্ষা" ও "জীবনদক্ষতা শিক্ষা" অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছে।

মূল্যনির্ভর শিক্ষা কী?

"মূল্যনির্ভর শিক্ষা" বলতে এমন এক শিক্ষাব্যবস্থাকে বোঝায় যা শিশুর মধ্যে নৈতিক, আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও মানবিক প্রভৃতি মূল্যবোধের বিকাশ ঘটায় এবং দৈনন্দিন জীবনে যেন এই সমস্ত মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটে তা নিশ্চিত করে।এই শিক্ষা শিশুকে শেখায় কীভাবে আদর্শ মানুষ হতে হয়, কেমন আচরণ সমাজে গ্রহণযোগ্য এবং জীবনের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি কেমন হওয়া উচিত।মূল্যনির্ভর শিক্ষা শুধু নৈতিকতার পাঠ নয়; এটি এমন এক সামগ্রিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে শিশু নিজের চিন্তা, অনুভূতি ও আচরণের মধ্যে ভারসাম্য সৃষ্টি করতে শেখে। সততা, সহানুভূতি, শ্রদ্ধাবোধ, দায়িত্ববোধ, সহযোগিতা, জাতীয় সংহতি, পরিবেশপ্রেম — এই সমস্ত মূল্যবোধ সম্পর্কে শিশু সচেতন হয় এবং শিশুর মধ্যে এই গুন গুলি অন্তর্নিহিত হয়।

মূল্যনির্ভর শিক্ষা কেন?

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন— "শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হল চরিত্র গঠন এবং মানুষ তৈরি করা"। এখানে "চরিত্র" বলতে স্বামীজী অবশ্যই নৈতিক চরিত্রকে বুঝিয়েছেন। নৈতিক চরিত্র গড়ে না উঠলে আদর্শ মানুষও তৈরি হবে না। বর্তমানের এই অবক্ষয়ী ও দুর্নীতিপ্রবন যুগে শিক্ষাব্যাবস্থা যদি নৈতিক চরিত্রবান এবং আদর্শ মানুষ গঠনে অক্ষম হয় তাহলে সমগ্র জাতির ভবিষ্যত যে প্রবল অনিশ্চয়তার সম্মুখিন হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।বর্তমান যুগে আমরা যে নৈতিক অবক্ষয় প্রবণতা দেখতে পাচ্ছি তার প্রতিকারের অন্যতম হাতিয়ার হল প্রাথমিক স্তরে শিশুকে মূল্যনির্ভর শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা।সামাজিক সম্প্রীতির অবনতি বর্তমান সমাজের অন্যতম প্রধান সম্যসা।ছোট বয়স থেকেই যদি আমরা ছাত্র ছাত্রীদের ভিতরে ভাতৃত্ববোধ, সহিষ্ণুতা ও সান্তিপূর্ণ সহবস্থান শেখাতে পারি সেক্ষেত্রে আমরা এক সুস্থ সামাজিক পরিবেশের চিত্র দেখতে পাবো।এই সমস্ত কিছুই সম্ভব মূল্যনির্ভর শিক্ষা ব্যাবস্থার হাত ধরে।

জীবনদক্ষতা শিক্ষা কী?

মূল্যনর্ভর শিক্ষার সঙ্গে যে আর একটি বিষয় অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত তা হল জীবনদক্ষতা শিক্ষা। শিশুকে শুধু নৈতিক চরিত্রবান করে গড়ে তুলে সমাজমুখী করে দিলেই হল না, তাকে সমাজে শুষ্ঠ ভাবে টিকে থাকার জন্য যে সমস্ত অত্যাবশকীয় দক্ষতা সেগুলির সঙ্গেও পরিচিত করাতে হবে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) ১৯৯৩ সালে "Life Skills Education" শব্দটি জনপ্রিয় করে তোলে। এর অর্থ হলো— এমন সব দক্ষতা যা মানুষকে দৈনন্দিন জীবনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে, বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করতে এবং সামাজিকভাবে ও সফলভাবে আচরণ করতে প্রস্তুত করে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) অনুযায়ী, জীবনদক্ষতা শিক্ষার মূল দশটি দক্ষতা হল—

১) আত্ম সচেতনতা (self awerness) – নিজের অনুভূতি, সামর্থ্য, দুর্বলতা, মূল্যবোধ ও লক্ষ্য সম্পর্কে সচেতনতা।

২) সহানুভূতি (empathy) – অন্যের অনুভূতির প্রতির সহানুভূতিশীল হওয়া

৩) সমালোচনামূলক চিন্তাশক্তি (critical thinking) – বিষয়ের প্রতি যুক্তিগ্রাহ্য প্রমানের ভিত্তিতে আলোচনা করতে পারার সামর্থ্য।

৪) সৃজনশীল চিন্তাশক্তি (creative thinking) – নতুন ধারনা ও উদ্ভাবনী চিন্তার বিকাশ এবং বিকল্প পথে সমস্যা সমাধান করতে পারা।

৫) কার্যকর যোগাযোগ (effective communication) – নিজের ভাবনা ও অনুভূতি স্পষ্টভাবে ব্যাক্ত করতে পারা এবং অন্যের কথা মন দিয়ে শোনা।

৬) সুসম্পর্ক গঠন (interpersonal relationship) – অন্যের সঙ্গে সুসম্পর্ক তৈরি ও বজায় রাখার দক্ষতা

৭) সিদ্ধান্ত গ্রহন (decision making) – বিভিন্ন বিকল্পের মধ্যে থেকে নিজের বুদ্ধি ও যুক্তি কে কাজে লাগিয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা।

৪) সমস্যা সমাধান (problem solving) – বাস্তব জীবনের বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হলে বিভ্রান্ত না হয়ে সেগুলির বাস্তব সম্মত ও কার্যকর সমাধান বের করা।

৯) মানসিক চাপ মোকাবিলা (coping with stress) – জীবনের পথে বিভিন্ন চাপ, হতাশা, ব্যার্থতা প্রভৃতি উদ্বেগজনক পরিস্থিতে নিজের স্নায়ুর প্রতি অটুট নিয়ন্ত্রন।

১০) আবেগ নিয়ন্ত্রন (coping with emotions) – রাগ, দুঃখ, আনন্দ বা ভয়ের মত অনুভূতিগুলিকে সঠীক ভাবে নিয়ন্ত্রন এবং তাদের নিয়ন্ত্রিত প্রকাশ।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা দ্বারা প্রস্তাবিত এই দশটি জীবনদক্ষতা শিক্ষার্থীদের মানসিক স্থিতিশীলতা, সামাজিক অভিযোজন ও বাস্তব জীবনে সাফল্য অর্জনের ভিত্তি গড়ে তুলতে অনস্বীকার্য ভূমিকা পালন করে।

জীবনদক্ষতা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা:

জীবনদক্ষতা শিক্ষা হলো এমন শিক্ষা যা শিশুকে বাস্তব জীবনের নানা সমস্যার মুখোমুখি হতে সাহায্য করে। শুধুমাত্র প্রথাগত শিক্ষা নয়, বরং কীভাবে জীবনের সমস্যার সমাধান করতে হয়, কীভাবে নিজের আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে হয়, কীভাবে অন্যের সঙ্গে কার্যকরভাবে যোগাযোগ স্থাপন করা যায়—এই বিষয়গুলিই জীবনদক্ষতার অন্তর্ভুক্ত।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) জীবনদক্ষতার দশটি প্রধান ক্ষেত্র নির্ধারণ করেছে(যা উপরে উল্লেখিত) প্রাথমিক স্তরের শিশুরা যখন এই দক্ষতাগুলি চর্চা করতে শেখে, তখন তারা আত্মবিশ্বাসী, সহযোগিতাপ্রবণ ও ইতিবাচক মনোভাবসম্পন্ন হয়ে ওঠে। বর্তমান শিক্ষা নীতিতে (National Education Policy 2020) জীবনদক্ষতা শিক্ষাকে প্রাথমিক স্তর থেকে বাধ্যতামূলক করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কারন ভবিষ্যতের বিশ্ব হবে এমন, যেখানে টিকে থাকতে হলে শুধু জ্ঞান নয়, বরং আত্মনিয়ন্ত্রণ, দলগত কাজ, যোগাযোগ, সৃজনশীলতা ও সহমর্মিতার মতো দক্ষতা অপরিহার্য।

সবশেষে বলা যায়, প্রাথমিক স্তরে জীবনদক্ষতা শিক্ষা হলো এমন এক শিক্ষাপদ্ধতি, যা শিশুকে বাস্তব জীবনের জন্য প্রস্তুত করে। এটি কেবল তার শিক্ষাগত সাফল্য নয়, মানসিক ভারসাম্য, সামাজিক সংযোগ ও ব্যক্তিগত উন্নয়নেও সাহায্য করে। যে

শিশু ছোটবেলা থেকেই নিজের আবেগ নিয়ন্ত্রণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও অন্যের প্রতি শ্রদ্ধা করতে শেখে, সে বড় হয়ে একজন পরিনত, সচেতন ও মানবিক নাগরিক হিসেবে সমাজকে আলোকিত করে।

'মূল্যনির্ভর শিক্ষা এবং জীবনদক্ষতা শিক্ষার' মধ্যে সম্পর্ক:

মূল্যনির্ভর শিক্ষা ও জীবনদক্ষতা শিক্ষা পরস্পর পরিপূরক ও আন্তঃসম্পর্কিত। উভয় শিক্ষার লক্ষ্যই হলো মানুষকে সঠীক শিক্ষায় শিক্ষিত, নৈতিক ও সামাজিকভাবে দায়িত্ববান নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা। মূল্যনির্ভর শিক্ষা মানুষকে শেখায় সঠিক-ভুলের পার্থক্য বুঝতে, ন্যায়-অন্যায়ের বিচার করতে এবং মানবিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী হতে। অন্যদিকে জীবনদক্ষতা শিক্ষা শেখায় কীভাবে সেই মূল্যবোধকে বাস্তব জীবনের নানা পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে হয়।

উদাহরণস্বরূপ, সততা একটি মূল্যবোধ, কিন্তু বাস্তব জীবনে নানা প্রলোভন বা চাপে থেকেও কীভাবে সততা বজায় রাখা যায়— সেটি শেখায় জীবনদক্ষতা। তেমনি সহানুভূতি, সহযোগিতা বা সহনশীলতার মতো মূল্যবোধ তখনই কার্যকর হয়, যখন মানুষ নিজের আবেগ নিয়ন্ত্রণ, সম্পর্ক স্থাপন এবং যোগাযোগ দক্ষতার চর্চা করে। অর্থাৎ মূল্যবোধ জীবনকে পথ দেখায়, আর জীবনদক্ষতা সেই পথে চলার সক্ষমতা প্রদান করে।

প্রাথমিক শিক্ষার পর্যায়ে এই দুটি শিক্ষার সমন্বয় শিশুর চরিত্র গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। শিক্ষক যখন শ্রেণিকক্ষে গল্প, আলোচনাচক্র বা দলগত কার্যক্রমের মাধ্যমে মূল্যবোধ শেখান, তখন একই সঙ্গে শিশুর মধ্যে নেতৃত্ব, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সমস্যার সমাধান করার দক্ষতাও বিকশিত হয়।

অতএব মূল্যনির্ভর শিক্ষা শিশুকে করে নৈতিকভাবে দৃঢ়, আর জীবনদক্ষতা শিক্ষা তাকে করে বাস্তব জীবনে সচল ও আত্মবিশ্বাসী। এই দুই শিক্ষার মিলিত প্রয়াসেই একজন মানুষ সম্পূর্ণ শিক্ষিত, মানবিক ও সমাজের জন্য উপযোগী নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠে। তাই শিক্ষা ব্যবস্থায় এদের সমন্বিত প্রয়োগ আজ সময়ের অপরিহার্য দাবি।

প্রাথমিক শিক্ষায় এই দুই ধারণার প্রয়োজনীয়তা:

প্রাথমিক স্তর হলো শিশুর মানসিক ও নৈতিক বিকাশের ভিত্তি স্থাপনের যায়গা। এই বয়সেই শিশুরা সহজে শিখতে পারে ও সমাজের নানা মূল্যবোধ আত্মস্থ করে।মানবিক চরিত্র গঠনের জন্য নৈতিক শিক্ষা অত্যন্ত প্রয়োজন। ছোটবেলা থেকেই শিশুর মনে ভালো-মন্দের পার্থক্য, সত্য-অসত্যের পার্থক্য বোধ গড়ে উঠলে ভিবিষ্যতে তার প্রতিফলন দেখা যাবে।

জীবনদক্ষতা মূলক শিক্ষা শিশুদের শুধু বইয়ের জ্ঞান নয়, বরং জীবনের বাস্তব পরিস্থিতিতে কিভাবে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে, সমস্যা সমাধান করতে হবে তা শেখায়। জীবনদক্ষতা মূলক শিক্ষা শিশুকে শেখায় কীভাবে বাস্তব জীবনের নানা পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়। যেমন— বন্ধুর সঙ্গে ঝগড়া হলে কীভাবে তা মেটানো যায়, বা কোনো সমস্যায় না ভেঙে কীভাবে ঠান্ডা মাথায় ভাবতে হয়। এসবই জীবনের মূল্যবান শিক্ষা, যা শুধু বই থেকে শেখা যায় না এ ছাড়া বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জীবনের জটিলতা বাড়ে, জীবনদক্ষতা মূলক শিক্ষা শিশুকে ভবিষ্যতের নানা সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ব্যক্তিগত চ্যালেঞ্জের জন্য প্রস্তুত করে।মূল্যনির্ভর শিক্ষা ও জীবনদক্ষতা শিক্ষা পরস্পর পরিপূরক। একদিকে মূল্যনির্ভর শিক্ষা শিশুকে মানবিক করে তোলে, অন্যদিকে জীবনদক্ষতা শিক্ষা তাকে বাস্তব জীবনে টিকে থাকার যোগ্যতা দেয়। এই দুইয়ের সমন্বয়েই একজন শিশুর সার্বিক বিকাশ সম্ভব। শিক্ষার উদ্দেশ্য তখনই পূর্ণতা পায় যখন তা মনের, বুদ্ধির এবং চরিত্রের বিকাশ ঘটায়। বর্তমান সমাজে আমরা প্রায়ই দেখি যে, মানুষ শিক্ষিত হলেও মানবিকতা হারিয়ে ফেলছে। শুধুমাত্র পরীক্ষাভিত্তিক জ্ঞান অর্জন মানুষকে যন্ত্রের মতো করে

তোলে, কিন্তু মূল্যনির্ভর শিক্ষা তাকে করে তোলে হৃদয়বান। তাই প্রাথমিক স্তরে গল্প, কবিতা, জীবনীর মাধ্যমে যদি শিশুর মনে নৈতিকতার বার্তা পৌঁছে দেওয়া যায়, তবে সে বড় হয়ে সমাজ ও জাতির প্রকৃত সম্পদে পরিণত হবে।

এই শিক্ষাকে কার্যকর করার জন্য শিক্ষককে হতে হবে শিশুদের আদর্শ ও পথপ্রদর্শক। শ্রেণিকক্ষে পাঠদান শুধু পাঠ্যবইয়ে সীমাবদ্ধ না রেখে বাস্তব জীবনের ঘটনাকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। যেমন—গল্প বলার মাধ্যমে সততা শেখানো, দলগত কার্যক্রমের মাধ্যমে সহযোগিতার মানসিকতা গড়ে তোলা, বা ভূমিকা অভিনয়ের মাধ্যমে সহানুভূতি ও দায়িত্ববোধ তৈরি করা। বিদ্যালয়ের পরিবেশকেও হতে হবে এমন যেখানে শিশুরা নিরাপদ, স্বাধীন ও সৃজনশীলভাবে নিজের ভাব প্রকাশ করতে পারে। প্রাথমিক শিক্ষা জীবনের ভিত্তি। এই ভিত্তি যদি মূল্যবোধ ও জীবনদক্ষতার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম শুধু ভালো চাকরিজীবী নয়, বরং ভালো মানুষ, ভালো নাগরিক ও দায়িত্বশীল সমাজগঠক হয়ে উঠবে। আধুনিক প্রযুক্তি ও প্রতিযোগিতার যুগে মানবিক গুণাবলি ও জীবনদক্ষতা—এই দুই-ই আমাদের আগামী প্রজন্মকে টিকিয়ে রাখার সবচেয়ে বড় শক্তি। তাই প্রাথমিক স্তর থেকেই এই দুই ধরনের শিক্ষাকে সমন্বিতভাবে বাস্তবায়ন করা খুবই জরুরী।

শিক্ষাব্যবস্থায় 'মূল্যনির্ভর ও জীবনদক্ষতা শিক্ষার' অন্তর্ভুক্তি:

শিক্ষাক্ষেত্রে মূল্যবোধ অথবা যে কোনো দক্ষতার ভিত্তি স্থাপন করতে গেলে তার উপযুক্ত ক্ষেত্র হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের কথা অনুযায়ী "শিশুরা হল কাদার তাল, ওই বয়সে ওদের যেমন ইচ্ছা আকারে গড়ে নেওয়া যায়"। তাই প্রাথমিক স্তর থেকেই যদি আমরা তাদের জীবন দক্ষতা ও মূল্যনির্ভর শিক্ষা ব্যাবস্থার ছাঁচে ফেলতে পারি তবেই আমাদের উদ্দেশ্য সাফল্য পাবে।

প্রাথমিক শিক্ষায় মূল্যবোধ ও জীবনদক্ষতামূলক শিক্ষা কে অন্তর্ভুক্ত করার বিভিন্ন উপায় রয়েছে, যেমন—

১. পাঠ্যক্রমে মূল্যবোধের সংযোজন - পাঠ্যবইয়ের গল্প, কবিতা, রচনা বা কার্যক্রমে সততা, সহযোগিতা, পরোপকার, সহানুভূতি, দায়িত্ববোধের মতো বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। যেমন– এমন গল্প যেখানে নিজের ভুল স্বীকার করা বা অন্যকে সাহায্য করা দর্শিত হয়, যা শিশুদের মধ্যে নৈতিকতা গড়ে তোলে।

২. অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিক্ষা পদ্ধতি চালু করা - শিশুরা যা দেখে ও করে, তা বেশি মনে রাখে। তাই— দলগত কাজ, নাটক, ভূমিকা পালন (role play) ও প্রকল্পভিত্তিক শিক্ষা চালু করা যেতে পারে। যেমন: "একদিনের স্কুল বাজার" আয়োজন করে বাচ্চাদের দায়িত্ববোধ ও সহযোগিতার শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে।

৩. শিক্ষকের মানবিক ভূমিকা জোরদার করা - শিক্ষকই শিশুদের জীবনে সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তি।শিক্ষক যেন শ্রেণিকক্ষে সব শিক্ষার্থীর মতামত শোনেন ও সম্মান করেন। ধৈর্য, সহানুভূতি ও ন্যায়বিচারের মাধ্যমে শিশুদের মধ্যে ইতিবাচক মূল্যবোধ গড়ে তোলেন।

৪. সহ-পাঠ কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষা - মূল্যবোধ ও জীবনদক্ষতা কেবল বইয়ে নয়, চর্চার মাধ্যমে শেখানো যায়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নাটিকা, গান, কবিতা পাঠ, চিত্রাঙ্কন, খেলাধুলা, বিতর্ক, বাগান করা— এসবের মাধ্যমে দলবদ্ধ কাজ, নেতৃত্ব, সহানুভূতি ও আত্মনিয়ন্ত্রণ শেখানো সম্ভব। যেমন: "দলগত গাছ রোপণ কর্মসূচি" শিশুদের পরিবেশ সচেতনতা ও সহযোগিতার মান শেখায়।

৫. পরিবার ও বিদ্যালয়ের সমন্বয় - পরিবার শিশুর প্রথম বিদ্যালয়। ঘরে নৈতিক মূল্যবোধ, সহানুভূতি ও দায়িত্ববোধ শেখানোর মাধ্যমে শিশুর চরিত্র গঠিত হয়। বিদ্যালয় ও পরিবারের নিয়মিত যোগাযোগ, সভা ও যৌথ কার্যক্রমের মাধ্যমে পারস্পরিক সমন্বয় ঘটলে শিশুর সর্বাঙ্গীণ মানবিক বিকাশ সম্ভব হয়।

ভারতীয় শিক্ষানীতিতে 'মূল্যনির্ভর ও জীবনদক্ষতা শিক্ষা':

ভারতের জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ (NEP 2020) স্পষ্টভাবে বলেছে, শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলো চরিত্রগঠন, নৈতিকতা, মানবিকতা ও জীবনদক্ষতার বিকাশ। এই নীতিতে মূল্যনির্ভর ও জীবনদক্ষতা শিক্ষাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, যাতে শিক্ষার্থীরা কেবল পরীক্ষায় নয়, জীবনে সফল হতে পারে। বর্তমান শিক্ষানীতি শিশুদের নৈতিকতা, সহানুভূতি, সততা, পরিবেশ সচেতনতা, যোগাযোগ ও সিদ্ধান্তগ্রহণের মতো গুণাবলির বিকাশে জোর দেয়। প্রাথমিক পর্যায় থেকেই কার্যভিত্তিক ও অভিজ্ঞতামূলক শিক্ষার মাধ্যমে চরিত্র গঠন ও জীবনদক্ষতা অর্জনের সুযোগ রাখা হয়েছে। মূল্যায়ন ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনা হয়েছে। এখন কেবল পরীক্ষার নম্বর নয়, শিক্ষার্থীর আচরণ, সৃজনশীলতা, সমবায়ী মনোভাব ও নৈতিক মূল্যবোধকেও মূল্যায়নের অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। Holistic progress report card এর মাধ্যমে প্রতিটি শিক্ষার্থীর বুদ্ধিবৃত্তিক, মানসিক ও সামাজিক উন্নয়ন পরিমাপের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

শিক্ষক ও বিদ্যালয়ের ভূমিকা:

শিক্ষক হলেন শিশুর প্রথম পথপ্রদর্শক। তিনি শুধু পাঠদান করেন না, বরং নিজের আচরণ, ব্যবহার ও দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মনে নৈতিক মূল্যবোধের বীজ রোপণ করেন। শিক্ষক যদি ধৈর্যশীল, সহানুভূতিশীল ও ন্যায়পরায়ণ হন, তাহলে শিশুরাও তেমন হতে শেখে। শ্রেণিকক্ষে শিশুদের মতামত শোনার সুযোগ দেওয়া, দলগত কাজের মাধ্যমে সহযোগিতা শেখানো, ও গল্প বা নাটকের মাধ্যমে সততা ও দায়িত্ববোধ গড়ে তোলা—এই কাজগুলো শিক্ষককে নিয়মিতভাবে করতে হয়।

বিদ্যালয়ও এই শিক্ষার অন্যতম ক্ষেত্র। বিদ্যালয়ে এমন পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে, যেখানে শিশুরা ভালোবাসা, নিরাপত্তা ও সম্মান অনুভব করে। সহপাঠ কার্যক্রম যেমন—বাগান করা, নাট্যচর্চা, সামাজিক কর্মসূচি—এর মাধ্যমে শিশুদের মধ্যে সহানুভূতি, সহযোগিতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা বাড়ে। বিদ্যালয়ের উচিত পরিবার ও সমাজের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা, যাতে শিক্ষার ধারাবাহিকতা বজায় থাকে।

সর্বোপরি, শিক্ষক ও বিদ্যালয় যদি একসঙ্গে মানবিকতা, নৈতিকতা ও বাস্তব জীবনের শিক্ষা একত্রিত করতে পারে, তবে প্রাথমিক শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে। শিশুরা তখন শুধু পরীক্ষায় নয়, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে একজন সৎ, দায়িত্ববান ও মানবিক মানুষ হয়ে উঠবে।

পরিবার ও সমাজের ভূমিকা:

প্রাথমিক স্তরের শিশুদের নৈতিক ও জীবনদক্ষতা শিক্ষা কেবল বিদ্যালয়ের উপর নির্ভরশীল নয়। পরিবার ও সমাজ এই শিক্ষার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ। শিশু প্রথমে ঘরেই তার মূল্যবোধ ও আচরণের প্রাথমিক পাঠ শেখে। বাবা-মা যদি সততা, সহানুভূতি, দায়িত্ববোধ ও পরোপকারের মাধ্যমে নিজের আচরণের উদাহরণ দেখান, তাহলে শিশুরা তা সহজে শিখতে পারে। ঘরে শিশুকে ছোট দায়িত্ব দেওয়া, অন্যকে সাহায্য করতে উৎসাহিত করা ও ভালো আচরণের প্রশংসা করা—এগুলো তার মানবিক বিকাশকে শক্তিশালী করে।

সমাজও শিশুর শিক্ষার ক্ষেত্রকে সমৃদ্ধ করতে পারে। স্থানীয় উৎসব, সামাজিক অনুষ্ঠান, সমাজসেবা বা স্থানীয় মানুষের গল্প ও অভিজ্ঞতা শিশুদের মধ্যে নৈতিকতা ও মানবিক গুণাবলির বিকাশ ঘটায়। পরিবার, বিদ্যালয় ও সমাজের মধ্যে নিয়মিত সমন্বয় থাকলে শিশুর শিক্ষা ধারাবাহিক ও কার্যকর হয়।

সুতরাং, পরিবার ও সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া প্রাথমিক স্তরে শিশুদের মূল্যনির্ভর ও জীবনদক্ষতা শিক্ষা পূর্ণভাবে কার্যকর করা সম্ভব নয়। এই সমন্বয়ের মাধ্যমে শিশুরা শুধু জ্ঞানই অর্জন করে না, বরং মানবিক, দায়িত্ববান ও সহানুভূতিশীল মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠে।

উপসংহার:

প্রাথমিক শিক্ষা হলো মানবজীবনের প্রথম ও সর্বাধিক প্রভাবশালী ধাপ। এই স্তরে শিশুর মনে যদি নৈতিকতা, সহানুভূতি, দায়িত্ববোধ, সহযোগিতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের বীজ রোপণ করা যায়, তবে সেই বীজ থেকেই ভবিষ্যতের সুশিক্ষিত, সুমানব গড়ে ওঠে। মূল্যনির্ভর ও জীবনদক্ষতা শিক্ষা শুধু পুস্তকনির্ভর জ্ঞান নয়, বরং তা জীবনের সঙ্গে একাত্ম হওয়া শিক্ষার ধারা।শিক্ষা যদি জীবনের জন্য হয়, তবে সেই শিক্ষা অবশ্যই জীবনের মূল্য ও দক্ষতা শেখাবে। তাই প্রাথমিক স্তরেই এই শিক্ষার প্রবর্তন ও চর্চা জাতির ভবিষ্যতের জন্য সর্বাধিক জরুরি।মূল্যনির্ভর ও জীবনদক্ষতামূলক শিক্ষা শিশুকে সততা, সহানুভূতি, দায়িত্ববোধ, সহযোগিতা এবং আত্মনির্ভরতার মতো গুণ শেখায়। এই শিক্ষার কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে শিক্ষক, পরিবার ও সমাজের সমন্বিত ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষক ক্লাসরুমে ভালোবাসা, ধৈর্য ও উদাহরণের মাধ্যমে শিশুর মানসিক বিকাশে অবদান রাখেন। পরিবার ঘরোয়া পরিবেশে নৈতিক শিক্ষা ও সঠিক আচরণের পাঠ দেয়, যেখানে শিশুরা প্রথম মানবিক অভিজ্ঞতা অর্জন করে। সমাজ শিশুদের বাস্তব জীবনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয় এবং তাদেরকে সামাজিক দায়িত্ব ও পরিবেশ সচেতন হতে শেখায়।

যখন এই তিনটি শক্তি—বিদ্যালয়, পরিবার ও সমাজ—মিলিতভাবে কাজ করে, তখন শিশু কেবল প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত নয়, বরং মানবিক, দায়িত্ববান ও সহানুভূতিশীল হয় এবং একজন আদর্শ দৃষ্টান্ত হয়ে ওঠে। তারা নিজের জীবন ও সমাজের কল্যাণের প্রতি সচেতন হয়। প্রাথমিক স্তরে এই শিক্ষার প্রচলন ভবিষ্যতের জন্য দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করে। তাই মূল্যনির্ভর ও জীবনদক্ষতামূলক শিক্ষা শিশুর জীবনকে সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি সমাজকে ও দেশকে মানবিক ও নৈতিকভাবে শক্তিশালী করে।

তথ্যসূত্র:

NCF 2005, RTE 2009, NEP 2020, UNESCO ও UNICEF এর বিভিন্ন শিক্ষা বিষয়ক প্রতিবেদন, বিশ্ব স্বাস্থ সংস্থা (WHO) এর ‘life skills education for children and adolescents in schools’ নির্দেশিকা, শিক্ষা প্রসঙ্গ (স্বামী বিবেকানন্দ)

Citation: চ্যাটার্জ্জী. দি., (2025) “প্রাথমিক স্তরে “মূল্যনির্ভর ও জীবনদক্ষতা শিক্ষা” ”, *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-3, Issue-04, April-2025.